দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...10 DEC 1995 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

34

প্রাথমিক শিক্ষার মান প্রসঙ্গে

লুৎফুন্নাহার পিকি

সাত-আট বছরের একটি ছেলে স্কুলে যাচ্ছে। কাঁধে ব্যাগ তুলে দিয়ে মায়ের ভাবনা—"এই বয়সেই চার চার কিলোর ভার"। আমাদের সবারই জানা, এই ভার বহনের জন্য প্রয়োজন বাড়তি শক্তিধর পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। বিটিভি'র দর্শকরা এতক্ষণে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, টিভিতে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের কথাই বলছি।

তবে আজকের আলোচনা টিভি বিজ্ঞাপন নিয়ে নয়। বাচ্চাদের শিক্ষা অর্থাৎ আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে আমাদের দেশে দু'ধরনের ধারা বিদ্যমান—সরকারী ও বেসরকারী। বেসরকারী ব্যবস্থাধীন কিন্ডারগার্টেন স্কুল নিয়ে প্রথমে আলোচনা করছি। কেজি স্কুলগুলোর সিলেবাস দেখে বাচ্চা নয়, বুড়োদেরই ভিরমি খাওয়ার যোগাড়। ৪/৫ বছরের বাচ্চা স্কুলে যাওয়া শুরু করে গাদা গাদা বই নিয়ে। বাচ্চার ওজন যতটা না, বইয়ের ব্যাগের ওজন তার চাইতে বেশি। ইংরেজীকে অধিক গুরুত্ব(!) দিয়ে প্রে গ্রুপ/নার্সারি থেকে শুরু হয় ইংরেজীর মহড়া। কঠিন কঠিন সব ইংরেজী শব্দ মুখস্থ কর। আমার ভাতিজা ক্লাস ওয়ান-এ পড়ে। নার্সারি থেকে সে ইংরেজী কবিতা পড়ছে। প্রতিদিনকার গাদা গাদা হোমওয়ার্ক রেডি করতে শুধু সে নয়, তার মায়েরও প্রাণান্তকর অবস্থা। ছোটবেলায় আমরা যে রকম উৎসাহ নিয়ে পড়ার টেবিলে বসতাম; বইয়ের মধ্যে কি আছে, সে ব্যাপারে যে ঔৎসুক্য, আগ্রহ ছিল, তার মধ্যে তা বিন্দুমাত্র দেখা যায় না। নিছায়ত স্কুলে হাজিরা দিতে হবে, তাই পড়তে বসা। অধিকাংশ কেজি স্কুলগুলোতে এভাবে অহেতুক চাপ সৃষ্টি করা হয় শিশুদের ওপর। ছেলেবেলায় শিশুদের স্কুলে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ, ঔৎসুক্য সৃষ্টি করা, স্কুলে যাওয়ার অভ্যাস তৈরি করা, সর্বোপরি পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর পরিবেশের সাথে পরিচয় ঘটানো। শিশু যখন প্রথম স্কুলে যায়, পরিবারের চেনা গণ্ডি ছাড়িয়ে অচেনা ভুবনে পা রাখে, স্বভাবতই তার ক্ষুদ্র মনে কিছুটা দ্বিধা এবং ভীতি থাকে। এই ভীতি এবং দ্বিধা কাটিয়ে যাতে একটা অনুকূল মানসিকতা গড়ে ওঠে পড়াশোনার ব্যাপারে, সেদিকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে। প্রাইমারি লেভেলে, বিশেষ করে ওয়ান-টু-এর সিলেবাস প্রণয়ন করা উচিত এসব বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে। স্কুলে ভর্তির দিন থেকে যদি একগাদা বই নিয়ে স্কুলে যেতে হয় এবং বাসায় ফিরে একগাদা হোমওয়ার্ক রেডি করতে হয়, তবে তা বাচ্চাদের মনে পড়াশোনার ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করতে বাধ্য। ক্লাস ওয়ানের একটি শিশু A,B, C, D ঠিকমতো জানলে এবং লিখতে পারলেই যথেষ্ট, ইংরেজী কবিতা পড়ার সময় সে ভবিষ্যতে পাবে। যদ্দুর মনে পড়ে ক্লাস টু পর্যন্ত আমরা ইংরেজী পড়িনি। ক্লাস ফাইভে একটা ছড়া ছিল, যার কিছুটা এখনও, অনার্সে এসেও মনে আছে :

Brush, brush, brush,
brush Your teeth
Brush them everyday,
Father, mother, sister,
brother every every day.

বেশ মজা লাগত সবাই মিলে সুর করে পড়তে। অথচ ভাতিজার বইয়ের ইংরেজী কবিতাগুলো এখন আমারই পড়তে ইচ্ছা করে না, ওর কথা না হয় বাদই দিলাম। সুর করে মজা করে পড়া যায় না, গদ্য কবিতা। এতে করে ছেলেমেয়েরা যে ইংরেজীতে যথার্থই দক্ষ হচ্ছে, তা কিন্তু

হয়। বরং ফল হচ্ছে উল্টো। ইন্টারমিডিয়েটের এক ছাত্রীকে পড়াতে গিয়ে অদ্ভুত কথা শুনলাম। অজস্র বানান ভুল হয় তার। কারণ জিজ্ঞাস করতেই জানাল, ছোটবেলায় ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছে, তাই বাংলা বানান ভুল হচ্ছে। উল্লেখ্য, ঢাকার একটি নামকরা স্কুলে তার হাতে খড়ি। বেশ অকাট্য যুক্তি! বললাম, "বুঝলাম তাহলে ইংরেজী বানান ভুল কেন?" এবার সে লা-জবাব।"

ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা! এই ভাষা অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের স্বার্থেই ইংরেজীতে দক্ষতা অর্জন করা চাই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, একটি ছোট্ট শিশুকে রাতারাতি ইংরেজীতে পণ্ডিত বানিয়ে ফেলতে হবে। ক্লাস ওয়ান-এ ইংরেজী কবিতা পড়ানোর আদৌ কোন যৌক্তিকতা আছে কি? ধারণ ক্ষমতার চাইতে বেশি মাল চাপালে মাঝ দরিয়ায় নৌকা ডুবে যাবে। শিশুর ধারণ ক্ষমতার চাইতে বেশি বোঝা তার উপর চাপালে পড়াশোনার প্রতি তার নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠবে, যা ভবিষ্যতের জন্য মারাত্মক। আসলে সঠিক পথে ধীরে সুস্থে এগুলেই জীবনে জয়ী হওয়া যায়।

অন্যদিকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর চিত্র ভয়াবহ। অধিকাংশ সরকারী স্কুলে শিক্ষার যথাযথ পরিবেশ নেই। স্কুলগৃহ ভাঙ্গাচোরা, অপ্রতুল। পরিচ্ছন্ন পরিবেশের অভাব, আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণেও। শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে এবং শিক্ষকের মান নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের যথাযথ প্রশিক্ষণেরও অভাব রয়েছে। শিক্ষকতা পেশা যথেষ্ট আকর্ষণীয় না হওয়ায় পারতপক্ষে এখানে কেউ আসতে চায় না। ফলে দক্ষতাসম্পন্ন মেধাবী শিক্ষকের ঘাটতি বিদ্যমান। বর্তমানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ৬০% কোটা সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী এ পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে সাধুবাদের যোগ্য। কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সার্বিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্নরাও শিক্ষকতার সুযোগ পাচ্ছে। কাজেই এ পদক্ষেপের ফলে প্রাইমারী শিক্ষক তথা শিক্ষার মানের কোন অবনতি ঘটছে কি না, সেটিও বাস্তবতার নিরিখে ভেবে দেখা জরুরী।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা এবং অব্যবস্থার দরুন সচেতন এবং শিক্ষিত বাবা-মা তাঁদের সন্তানকে বেসরকারী কিংবা কেজি স্কুলে পাঠাচ্ছেন। অন্যদিকে কেজি স্কুলগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত ফি আদায় করা হয় বলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা সরকারী স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের বৈষম্যের সৃষ্টি হয়—যার পরোক্ষ প্রভাব পড়ে শিশুদের মানসিকতার ওপরও।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধির উদ্দেশে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্যসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। 'দেশে শিক্ষার হার বাড়ছে'—এই দাবিও সরকার করছে। সংবাদ অবশ্যই আশাপ্রদ। কিন্তু কেবলমাত্র শিক্ষার হার বাড়ালেই চলবে না। আমাদের সার্বিক শিক্ষার মান যাতে উন্নত হয়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলকে বাস্তবতার নিরিখে চিন্তাভাবনা করতে হবে। আমাদের 'সাক্ষরতার হার' (শিক্ষার হার বলা কতটা যুক্তিযুক্ত?) বাড়ছে ঠিকই, তবে আমাদের শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঘটছে। শিক্ষার ভিত গড়ে ওঠে প্রাথমিক পর্যায়ে। এই ভিত যদি দুর্বল থেকে যায় বা শিক্ষার প্রতি ছাত্রের আগ্রহ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়, তবে পরবর্তী পর্যায়ে তা কখনই সুফল বয়ে আনতে পারে না। আমাদের শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ হচ্ছে, আলোচনা, সভা-সেমিনার হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষার মানোন্নয়নকে পিছনে রেখে শিক্ষার হার বৃদ্ধির চেষ্টাই শুধু হচ্ছে।

দেশের সার্বিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হবে সর্বপ্রথম। এ উদ্দেশে সরকারীভাবে একটি বাস্তবমুখী, কার্যকর ও ফলপ্রসূ সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়ে এই সিলেবাস অনুসরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারী বিদ্যালয়সমূহে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকতা পেশাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, সর্বোপরি সমাজে তাদের সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

কোন দেশের ভবিষতে সমৃদ্ধির ভিত হচ্ছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ত্রুটিসমূহ বিদ্যমান, সেগুলোর পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি কার্যকর, ফলপ্রসূ শিক্ষানীতি প্রণয়ন বর্তমান সময়ের দাবি। আর সে জন্য সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি।